তারিখ 22 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

07

দৈনিক সংবাদ

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী ও সফলতার অন্তরায়

ডাঃ হাসনা বেগম

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। যে দেশে শিশুরা যত বেশি শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ পাবে সে দেশ তত বেশি উন্নয়নের সীমানায় পৌঁছতে পারবে। দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের পূর্বশর্তই হচ্ছে শিক্ষার বিস্তার। সে প্রেক্ষাপটে ছেলেমেয়ে সবার জন্য শিক্ষার উপযুক্ত আবহ নির্মাণে আমাদের দেশে এ পর্যন্ত যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সবটাই আশার কথা, স্বপ্নের কথা। বাস্তবের নিরিখে এসব পদক্ষেপ প্রয়োগ ও ব্যবহারিক সফলতাই শিক্ষাকে সামাজিক তথা গণমুখী আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে আর প্রাথমিক শিক্ষাকে গণমুখী আন্দোলনে পরিণত করার লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টা দেখাশোনা করেছেন। আর ''খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী'' শিক্ষা উন্নয়নের একটা মাইলফলক বলা যেতে পারে. এক বছর মেয়াদী 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী' নামে এ পাইলট প্রকল্পে ১ লাখ টনের মতো খাদ্যশস্য বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে ১৯৯৩-এর ২৯শে আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী ফেনীর চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকটি পরিবারকে গম বিতরণের মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

দেশের ৪৬০টি থানার প্রতিটির একটি পশ্চাৎপদ ইউনিয়নে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু হয়েছে। তালিকাভুক্ত বিদ্যালয়ের দুস্থ বিধবার সন্তান, ভূমিহীন দিনমজুরের সন্তান ও অসচ্ছল পেশাজীবী সন্তানদের নামে জনপ্রতি ১৫ কেজি গম বরাদ্দ হবে। একাধিক সন্তানের জন্য সর্বোচ্চ ৩০ কেজি গম দেয়া হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে অবশ্যই শতকরা ৮৫ দিন স্কুলে উপস্থিত থাকতে হবে। ৬-১০ বছরের শিশুদের অভিভাবকদের এ গম দেয়া হবে। ''ঝরে পড়া রোধ করা'' এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এক বছর মেয়াদী এ কর্মসূচীতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেলে এর মেয়াদ আরো বাড়ানো হবে। দেখা গেছে নিম্নবিত্ত অভাবী পরিবারের সন্তানেরা স্কুলে ভর্তি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু বছর ঘুরতেই এসব শিশু অনটনের তাড়নায় স্কুল ছাড়ছে। পারিবারিক দৈন্যের কারণে অনেক শিশু স্কুল শিক্ষা কি এসব জানতেও পারছে না। কেন শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে না বা drop out হচ্ছে এসব কারণ নির্ণয় ও সমাধানের লক্ষ্যেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সফলতা অর্জন এ কর্মসূচীর গোড়ার কথা। সূত্র অনুযায়ী প্রতিটি নির্ধারিত ইউনিয়নে ৩ মাসে ৫৫ মেট্রিক টন গম সরবরাহ করা হবে। বাছাই করা ছাত্রছাত্রী পরিবারকে প্রয়োজনে আরো বেশি লাগলেও সেক্ষেত্রে জেলা ও থানা শিক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ব্যবস্থা নেবে। নির্ধারিত ইউনিয়নের প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হওয়া একেবারে দরিদ্র ছাত্রছাত্রী কারা তা বাছাই করার দায়িত্বে থাকছেন থানা শিক্ষা কমিটি। ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত প্রতিনিধিগণ ওয়ার্ড কমিটি সংশ্লিষ্ট স্কুলের কমিটি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি।

শিক্ষা মানুষের জীবনবোধকে জাগ্রত করে মানবিক চেতনাকে বিকশিত করে। প্রতিটি শিশুর মাঝেই লুকিয়ে আছে প্রতিভার সুপ্ত ভান্ডার বিভিন্ন ঝোঁক বা প্রবণতা, মেধা আর সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার ফল্গুধারা। একটা দুর্বল চারাগাছকে যেমন উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান, সতেজ ও মজবুত করা হয়, তেমনি যত্ন ভালবাসা উপযুক্ত সুযোগ ও পরিচর্যার মাধ্যমে ছিন্নমূল নিম্নবিত্ত ভাসমান পরিবারের শিশুরা যে একদিন দেশবরণীয় হবে না এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। সুতরাং শিশুদের ভেতরকার সুপ্ত প্রতিভা, সৃজনশীল চিন্তা ও মেধার বিকাশ সাধনের জন্য তাকে অবশ্যই সব ধরনের সহযোগিতা দিতে হবে।

নিরন্তর ক্ষুধা মানুষের সব ধরনের আবহবোধকে স্তিমিত করতে সহায়তা করে। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী দরিদ্র ভুখানাংগা পরিবারের জন্য যে আগ্রহ সৃষ্টি করবে সেটা খাবার পাওয়ার আগ্রহবোধ যা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাবার তাগিদ সৃষ্টি করবে। সুতরাং যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী- কতটুকু সুষ্ঠুভাবে তা কাজ করে এগুচ্ছে? এটা বিবেচনার দরকার। কারণ শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর গম নিয়ে ইতিমধ্যেই ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। দৈনিকের পাতায় খবর হয়ে এসেছে- গাইবান্ধা ও লালমনিরহাট জেলার বিস্তর অনিয়মের খবর পাওয়া গেছে। গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর থানার তিনজন প্রধান শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। ব্যাপারটি শিক্ষকদের সততা ও নৈতিকতার সাথে জড়িত। গরিব ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে মাথাপিছু দশ টাকা অর্থ আদায়সহ ১৫ কেজি গমের জায়গায় ১০/১২ কেজি গম বিতরণের অভিযোগ উঠেছে। রয়েছে ওজনের কারচুপি, কেজির পরিবর্তে সের ব্যবহার, কোথাও দাঁড়িপাল্লার মারপ্যাঁচ রয়েছে। খাদ্য গুদাম থেকেও সরবরাহ করা হচ্ছে খাবার অযোগ্য গম যা খেয়ে শিশুসহ পরিবারের লোকেরা নানা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হচ্ছে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার ক্রমবিকাশের জন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধরনের কর্মসূচীর সন্তোষজনক ফলাফলের কারণেই ভারত, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ডে শিক্ষার হার বেড়েছে এবং এটা একটা গণমুখী উন্নয়ন কর্মসূচীতে পরিণত হয়েছে। সেদিক দিয়ে এটা আমাদের দেশের দরিদ্র নিম্নবিত্ত পরিবারে বাবা-মায়েদের তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার চাইতে খাবারের চিন্তা নিয়ে হরহামেশা কাটে। এক্ষেত্রে অন্তত [illegible]রের একটা উপায় হবে এটা ভেবে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাবে।

একদিকে স্কুলে বিনা বেতনে লেখাপড়া করার সুযোগ, অন্যদিকে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী এটা সরকারের একটা আন্তরিক ও সদিচ্ছা এতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। কিন্তু এসব সদিচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য চাই প্রশাসনিক সততা। শিক্ষকদের নৈতিকতা, বিনামূল্যে বাচ্চাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা উপকরণ, বিদ্যালয় ভবন উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও এর সুষম প্রয়োগ সব মিলিয়ে শিক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ নির্মাণ করার কথা ভাবতে হবে। কারণ পুষ্টিহীনতা যেমন মেধা বিকাশের অন্তরায় তেমনি আনষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার অভাব শিক্ষা বিস্তারের পথে অন্তরায়। এক্ষেত্রে দরিদ্র সন্তানদের খাদ্য বিতরণের সাথে সাথে তাদের পরিবার তথা বাবা-মায়ের একটা উৎপাদনমুখী উপার্জনের সাথে সম্পৃক্ত করার কথা ভাবতেই হবে।